দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৭-৪-৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

...00-016

গ্রন্থাগারের কথা

সম্প্রতি রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশে কত উৎসব অনুষ্ঠানই তো পালিত হচ্ছে। সে বিচারে এ খবরকে সাধারণই বলা যেত। কিন্তু না, তা আমরা বলি না। আমাদের দেশে কোন গ্রন্থাগারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সত্যিই সাধারণ খবর নয়। একটা গ্রন্থাগার একশ বছর তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, এ সহজ কথা নয়।

আমাদের দেশে যে স্বল্পসংখ্যক লাইব্রেরী আছে, তার সবগুলির অবস্থা অবশ্যই সন্তোষজনক নয়। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সমস্যা অনেক গ্রন্থাগারেরই আছে। আধুনিক এবং উন্নতমানের লাইব্রেরী বলতে যা বোঝায়, রাজধানীতেও সেরকম লাইব্রেরীর সংখ্যা খুব বেশী নেই। ছোট-খাটো শহরে বা গ্রামে যেসব লাইব্রেরী আছে তার অবস্থাতো খুবই করুণ।

কোথাও বই আছে তো আসবাবপত্র নেই, বসার জায়গা নেই, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নেই; গ্রন্থাগারের সবচাইতে বড় দৈন্য—বই নেই। গল্পের বই-টই থাকলেও উচ্চতর পড়াশোনার বই কম লাইব্রেরীতেই আছে। বইয়ের সংখ্যাও খুব কম। অর্থাভাবে লাইব্রেরীগুলি টিকে থাকে না।

আমাদের দেশের শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে হয়ত এ পরিস্থিতি খুব খাপছাড়া নয়। বই পড়ার অভ্যাসও আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠেনি। যারা বই পড়বেন, অর্থাৎ শিক্ষিত, তাদের সংখ্যাও কম। তাই লাইব্রেরীর চাহিদা হয়ত তেমন তীব্রভাবে অনুভব করা যায় না। লাইব্রেরীর জন্যে প্রবল চাহিদা থাকলে তা গড়ে তোলার উদ্যোগও নিশ্চয় গ্রহণ করা হত।

তবে আমাদের শিক্ষাবিস্তারের নীতি আছে। দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বই কিনতে পারে না। তাদের জন্যে লাইব্রেরী খুবই দরকার। তাছাড়া, লাইব্রেরী থাকলে পাঠাভ্যাসও গড়ে ওঠে। জনসাধারণের মানসিক বিকাশের জন্যে তার প্রয়োজন আছে।

আমরা মনে করি, দেশে যে গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব আছে, সেগুলি যাতে ভালভাবে টিকে থাকে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া দরকার। সরকার এব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য-সহযোগিতা দিতে পারেন।